দৈনিক সংবাদ 13

তারিখ 06 SEP 19..
পৃষ্ঠা 6

খুলনার বিদ্যালয়গুলোতে পড়াশুনা ব্যাহত

খুলনা, ৩রা সেপ্টেম্বর (জেলা বার্তা পরিবেশক)।—খুলনা পৌর এলাকা এবং জেলার ৯টি উপজেলার দুই শতাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা ব্যাহত হচ্ছে। স্কুল গৃহ বা ভবন সংস্কারের অভাব, আসবাবপত্রের সংকট; প্রয়োজনীয় বই-পত্র, বিজ্ঞান বিভাগের যন্ত্রপাতির স্বল্পতা ও শিক্ষা সরঞ্জামের অভাব এর প্রধান কারণ।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে খুলনা পৌর এলাকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে তুলনামূলকভাবে সমস্যা একটু কম। কিন্তু উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো বহুবিধ সমস্যা নিয়ে কোনরকমে টিকে আছে। কেননা বছরে যেটুকু সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় তা মূলত: শহর এলাকা এবং উপজেলা সদরসহ হাতেগোনা দু'চারটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পৌছায়। গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীরা কোন সময়ই নিয়মিত বেতন দেয় না। অবশ্য তাদের বেতন দেয়ার ক্ষমতাও কম। বাৎসরিক পরীক্ষার সময় কিছু পরিমাণ বেতন দিয়ে শিক্ষকদের অনুরোধ করে একটি শিক্ষাবর্ষের বিতরণী পার হয়ে যায়। ফলে শিক্ষকদের বেতন কোন সময়ই নিয়মিত হয় না। তিনমাস পর পর প্রাপ্য সরকারী 'বেনিফিটের' টাকার ওপর গ্রামের সকল শিক্ষক নির্ভর করে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রামে তেমন প্রাইভেটও পড়ে না। পড়লেও নামমাত্র টাকা শিক্ষকদের দেয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে শহরের শিক্ষকরা একটু ভাল অবস্থায় আছেন।

যে-সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় খুবই সমস্যাগ্রস্ত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: দীঘলিয়া উপজেলার আড়ুয়া, সেনহাটি ও কোলাপাটগাতী; তেরখাদা উপজেলার বারাসাত, সাচিয়াদহ, কোদলা, হাড়িখালী ও শ্রীপুর; বটিয়াঘাটা উপজেলার বিরাট ও রয়ারভাংগা, ডুমুরিয়া উপজেলার বানিয়াখালী, শাহপুর, গুটুদিয়া ও ডুমুরিয়া প্রভৃতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ-ছাড়া অন্যান্য উপজেলায়ও এধরনের সমস্যাগ্রস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহু রয়েছে। জেলার অধিকাংশ বিদ্যালয়-গৃহ সংস্কার প্রয়োজন। চেয়ার, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড, ডাষ্টার, ম্যাপ, লাইব্রেরীর বই, বিজ্ঞান বিভাগের সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা সরঞ্জামের সংকট রয়েছে-সর্বত্র। বর্ষাকালে ক্লাস করা এবং আসা-যাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কারণ গ্রামের রাস্তাঘাট তখন পানিতে ডুবে যায়। তারওপর বৃষ্টি হলে মাথার উপর দিয়ে পানি পড়ে।

এধরনের বহুবিধ সমস্যার কারণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মারাত্মকভাবে পড়াশুনা ব্যাহত হচ্ছে।